বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

কর্ণকাঠী, বরিশাল সদর, বরিশাল

☎ ০৪৩১-৬১০২৫, Fax: ০৪৩১-৬১৮২৭, ০১৭১৭-৬৩২৮৪৪

web: barisaluniv.ac.bd, e-mail: mak_mktdu@yahoo.com

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

০৫ শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২০ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

খোলা চিঠি

প্রিয় সুধীজন

মুজিবীয় শুভেচ্ছা নিবেন। গত ১৭/০৭/২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি ও স্থানীয় বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও ভিসি স্যারের অপসারণের দাবিতে আপনাদের আয়োজিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলের বিষয়টি সম্পর্কে আমরা অবগত হই। আপনাদের পেশকৃত স্মারকলিপির ভাষাগুলো আমরা পড়ি এবং স্মারকলিপিতে ভিসি স্যার ও নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আপনারা এমন কিছু শব্দচয়ন করেছেন যা সত্যিই আমাদেরকে বিস্মিত করেছে, আমাদেরকে আহত করেছে, হয়েছে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ। আমরা কখনই ভাবিনি যে আপনাদের মত শিক্ষিত এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে এমন একটি বিব্রতকর ঘটনার জন্ম হবে। দীর্ঘ দিনের আন্দোলন সংগ্রামের ফসল আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়। আপনাদের নেতৃত্বেই এই বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে এবং সুনামের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনেক বিষয় নিয়েই আপনাদের কাছ থেকে মতামত নেয়া হয়েছে এবং আপনারাও স্বপ্রনোদিত হয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আপনাদের সাথে আমাদের একটি সু-সম্পর্ক বজায় আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে যদি কোন অসংগতি থেকে থাকে বলে আপনারা মনে করেন তাহলে আপনারা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে অবহিত করতে পারতেন। কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে বিষয়টি আরও সহজ করা যেত বলে আমরা বিশ্বাস করি।

কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আপনাদের কাছে নেই বলেই আপনারা আলোচনা না করে রাজপথকে বেছে নিয়েছেন। মানববন্ধন করেছেন এবং বিক্ষোভ মিছিলে একজন ভাইস-চ্যান্সেলর-কে (মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র দ্বারা নিয়োগকৃত) অশোভন ও অস্বাস্থ্যকর ভাষায় ধিক্কার জানিয়ে তার অপসারণের দাবি তুলেছেন যা আপনাদের মত বিবেকবান ও সমাজের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গের কাছে থেকে আমরা আশা করিনি। এই ঘটনায় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এস. এম. ইমামুল হক *(নীলদলের অন্যতম সংগঠক ও সাবেক আহবায়ক, ঢাবি, শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ঢাবি, বিসিএসআইআর এর সাবেক চেয়ারম্যান- বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বারাই নিয়োগকৃত ছিলেন, এছাড়াও রয়েছে তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক পরিচয়)*-কে শুধু অপমান করা হয়নি, আপনারা অপমান করেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়কে, শিক্ষকদেরকে, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এবং ভেবে দেখুন আপনারা নিজেরাও অপমানিত হয়েছেন। কারন এই ভাইস-চ্যান্সেলর আপনার আমার সবার ভাইস-চ্যান্সেলর, এই বিশ্ববিদ্যালয় আপনার আমার সবার বিশ্ববিদ্যালয়। আজকে বলতে হয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে স্বাক্ষর করে প্রফেসর ড. এস এম ইমামুল হক-কে এখানে ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ দিয়েছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইমামুল হক-কে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এবং তার রাজনৈতিক পরিচয় জানেন। তিনি জেনে শুনে বুঝে তাকে নিয়োগ দিয়েছেন। ভাইস-চ্যান্সেলর-কে যদি আপনারা আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী ও দুর্নীতিবাজ বলতে পারেন তাহলে আমরাও আজ বলবো যে, আপনারা প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিষয়টি কতটা স্বাস্থ্যসম্মত হয়েছে প্রশ্নটা আজ আপনাদের কাছে রাখলাম। ভাইস-চ্যান্সেলর আসার পর আপনাদের মধ্য থেকে অনেকেই অনেকবার তার কাছে এসেছেন নিয়োগের তদবির নিয়ে; কই, তখন তো এই প্রশ্নগুলো সামনে আসেনি? তবে আজকে কেন? আমরা মনে করি পুরো বিষয়টি শুধু আপনাদের কাছেই নয়, বরিশালের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের কাছেও পরিস্কার হওয়া দরকার। তাই আপনাদের জ্ঞাতার্থে কিছু তথ্য আমরা পেশ করছি।

১. ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার আসার পর আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মত ০২ জন ইঞ্জিনিয়ার, ০৫ জন কম্পিউটার অপারেটর, ০৪ জন আইটি ও হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হয়, যাদের বাড়ি চাপাইনবাবগঞ্জ সহ বিভিন্ন জেলায়। দুর্নীতি হলে এই মেধাবী প্রার্থীরা এখানে চাকুরী পেত না।

২. এবারের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি নিয়ে স্যারকে কোন এক প্রার্থী উকিল নোটিস পাঠিয়েছে এবং হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জও করেছেন। হাইকোর্টে তার রিট আবেদনটি খারিজ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রায় দিয়েছেন। রায়ের কপিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সংরক্ষিত আছে।

৩. এই বিজ্ঞপ্তিটির বিপরীতে বিভিন্ন পদে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতী হিসেবে মোট ৫৪জন আবেদন করেছেন এবং এর মধ্যে মোট ৩৫ জন ইন্টারভিউ কার্ড পেয়েছেন (বিজ্ঞাপনের শর্তপূরণ সাপেক্ষে)। আপনারা চাইলে তথ্যটি যাচাই-বাছাই করে দেখতে পারেন।

এ তো গেল নিয়োগ নিয়ে সঠিক পরিসংখ্যানের কথা। অপরপক্ষে আরও কিছু তথ্য আপনাদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করতে চাই। ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সুশিল সমাজকে আমন্ত্রণ করেছেন। এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদেরও আলাদাভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে ২জন মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা স্মারক ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন। সম্প্রতি ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার স্বাধীনতা দিবসে একটি চা-চক্রের আয়োজন করেন এবং সেখানেও আপনাদের সবাইকে নিয়ে তিনি অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, আওয়ামীলীগ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি টান, বিশ্বাস ও ভালবাসা না থাকলে ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার আপনাদের মত মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর চেতনায় বিশ্বাসীদের ডাকতেন না। তাই বিষয়টি আপনাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে। আপনাদের বিশ্বাসই আমাদের প্রাণের প্রিয় এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সকলের নেতৃত্বে আমরা অনেক দূর নিয়ে যেতে পারব।

উল্লেখ্য যে, এই ভাইস-চ্যান্সেলর স্যারের আমলেই নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার প্রথা প্রথম চালু হয়েছে। এটাকে আমাদের বরিশালবাসীর স্বাগত জানানো উচিত এবং এটি নিয়ে কোন প্রশ্ন না তুলে বরং আমাদেরকে আপনাদের উৎসাহ দেয়া উচিত যাতে করে সমাজের গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাও উৎসাহ পায়। অন্যথায় বাংলাদেশের মানুষজন PSC সহ অন্যান্য সকল চাকুরীর নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয় হয়ে দাড়াবে।

সর্বোপরি একটি কথা বলে শেষ করতে চাই যে, এই ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার বরিশালবাসীর ভাইস-চ্যান্সেলর। এই বিশ্ববিদ্যালয় বরিশালবাসীর বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে আপনাদের ছেলে মেয়েরাই পড়াশুনা করছে, চাকুরী করছে। সংগ্রাম করে আপনারা যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এনেছেন ঠিক তেমনি সহযোগিতা করে আপনারা এর মান অক্ষুন্ন রাখবেন বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি। তাই আসুন আপনাদের ভুল ধারণাগুলো দূর করে আমাদেরকে সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখবেন এবং আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন।

আপনাদের সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করছি। ভাল থাকবেন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মোঃ আবু জাফর মিয়া)
সাধারণ সম্পাদক
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
ফোন: ০১৯৭৯৭০৭০৩০

২০.০৭.১৭

(এম এ কাইউম)
সভাপতি
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
ফোন: ০১৭১৭৬৩২৮৪৪